৩য় নভেম্বর ২০২৪
পঞ্চাশত্তমীর পর চতুর্বিংশ রবিবার
অনুধ্যান/Theme :- সর্বশ্রেষ্ট বিধান

মীখা ৬:২-৮
গীত ২৪:১-৬
১ যোহন ৪:১৬ খ-২১
মার্ক ১২:২৮-৩৪

মূল পদ: *"আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে।" - মার্ক ১২: ৩০*

পঞ্চাশত্তমীর পর চতুর্বিংশ রবিবারে আমরা আজকে একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে, আমরা আমাদের হৃদয়কে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের মহান আদেশে একটি গভীর এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষার দিকে ঘুরিয়ে দিই। এই আদেশ, মার্ক ১২:২৮-৩৪-এ যীশুর দ্বারা প্রদত্ত, ঈশ্বরকে অনুসরণ করার অর্থ কী তার সারমর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এবং প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা প্রতিটি খ্রিস্টান প্রচেষ্টার ভিত্তি তৈরি করে, আমরা কীভাবে জীবনযাপন করি, সেবা করি এবং সাক্ষ্য দিই। আজ, আসুন আমরা এই মহান আদেশের গভীরতা অন্বেষণ করি, এটি আমাদের হৃদয়ের সাথে কথা বলতে এবং আমাদের জীবনকে অনুপ্রাণিত করার অনুমতি দেয়। এই আদেশটি আমাদের সমগ্র সত্তাকে ঈশ্বরের হৃদয় এবং তাঁর উদ্দেশ্যগুলির সাথে সারিবদ্ধ করার একটি আহ্বান, একটি আহ্বান যা আমাদের এবং আমাদের চারপাশের লোকদের রূপান্তর করতে পারে। আমরা মীখা, গীতসংহিতা, ১ যোহন এবং মার্ক-এ আমাদের পাঠ থেকে চারটি মূল বিষয়ের মাধ্যমে এই অনুধ্যানটি পরীক্ষা করব।

১. ন্যায়বিচার এবং করুণার আহ্বান (মীখা ৬:২-৮)-
ভাববাদী মীখা একটি গভীর বার্তা প্রদান করেন: ঈশ্বর আমাদের কাছে খালি আচার-অনুষ্ঠান নয় বরং ঈশ্বরের সামনে সততা, ন্যায়বিচার, করুণা এবং নম্রতার জীবন চান। মীখা ৬:৮ এ, ভাববাদী বলেছেন, " হে মনুষ্য, যাহা ভাল, তাহা তিনি তোমাকে জানাইয়াছেন; বস্তুতঃ ন্যায্য আচরণ, দয়ায় অনুরাগ ও নম্রভাবে তোমার ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন, ইহা ব্যতিরেকে সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কিসের অনুসন্ধান করেন ?" মহান আদেশ নিছক আবেগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। যখন আমরা আমাদের সমগ্র সত্তা দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসি, তখন আমরা তাঁর চোখ দিয়ে বিশ্ব দেখতে শুরু করি। আমরা অন্যদের চাহিদা দেখি, আমরা নিপীড়িতদের আর্তনাদ শুনি এবং আমরা সহানুভূতির সাথে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হই। ঈশ্বরের প্রেম বাহ্যিকভাবে প্রবাহিত হয়, আমাদের ন্যায়বিচারের জন্য কাজ করতে এবং সকলের প্রতি করুণা প্রসারিত করতে প্ররোচিত করে। বৈষম্য এবং দুঃখকষ্টে ভরা পৃথিবীতে, ন্যায়বিচার এবং করুণার এই আহ্বান আমাদেরকে বাস্তব, রূপান্তরমূলক উপায়ে প্রেমকে মূর্ত করার জন্য চ্যালেঞ্জ করে। এমন একজন প্রতিবেশীর কথা কল্পনা করুন যিনি কঠিন সময়ে পড়েছেন। ভালবাসা দেখানোর অর্থ একটি সদয় শব্দের চেয়ে বেশি হতে পারে; এর মধ্যে থাকতে পারে খাবার প্রদান, আর্থিক প্রয়োজনে সাহায্য করা বা শোনার জন্য কান দেওয়া। সত্যিকারের প্রেম, ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের মধ্যে নিহিত, সর্বদা ব্যবহারিক।

২. ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া – (গীতসংহিতা ২৪:১-৬)
গীতসংহিতা ২৪ একটি শক্তিশালী অনুস্মারক দিয়ে খোলে: " পৃথিবী ও তাহার সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুরই; জগৎ ও তন্নিবাসিগণ তাঁহার। " (গীতসংহিতা ২৪:১)। এই ঘোষণাটি জোর দেয় যে আমাদের জীবন, আমাদের সম্পদ এবং সৃষ্টির সবকিছুই ঈশ্বরের। ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া মহান আদেশের ভিত্তি। আমাদের সমস্ত হৃদয়, আত্মা, মন এবং শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসতে, আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তিনি সমস্ত জীবনের উত্স এবং ধারক। এই সচেতনতা আমাদের নম্র রাখে এবং উপাসনা করার জন্য আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করে। গীতরচক জিজ্ঞাসা করেন, " কে সদাপ্রভুর পর্বতে উঠিবে? কে তাঁহার পবিত্র স্থানে দণ্ডায়মান হইবে? যাহার অঞ্জলি নির্দোষ ও অন্তঃকরণ বিমল, যে অলীকতার দিকে প্রাণ উত্তোলন করে নাই, ছলভাবে শপথ করে নাই। " (গীতসংহিতা ২৪:৩-৪)। ঈশ্বরকে ভালবাসার জন্য হৃদয়ের বিশুদ্ধতা এবং তাঁর পবিত্রতার প্রতি অঙ্গীকার প্রয়োজন, এই স্বীকৃতি দিয়ে যে তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা আমাদের জীবনের অন্য সব কিছুকে আকার দেয়। একজন ব্যক্তির কথা বিবেচনা করুন যিনি প্রকৃতিতে সময় ব্যয় করেন, ঈশ্বরের সৃষ্টির সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ করেন। এই অভিজ্ঞতা প্রায়শই বিস্ময়ের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, আমাদেরকে ঈশ্বরের মহত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাঁর সৃষ্টিকে সম্মান করে এমন জীবনযাপন করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। যখন আমরা বিশ্বকে ঈশ্বরের হিসাবে দেখি, তখন আমরা স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টি উভয়ের জন্যই প্রেমে বৃদ্ধি পাই।

৩. নিখুঁত প্রেম ভয় দূর করে –(১ যোহন ৪:১৬ খ-২১)

১ যোহন ৪-এ, আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে "ঈশ্বর প্রেম; আর প্রেমে যে থাকে, সে ঈশ্বরে থাকে, এবং ঈশ্বর তাহাতে থাকেন" (১ যোহন ৪:১৬ খ)। এই অনুচ্ছেদটি ঈশ্বরের প্রেমের রূপান্তরকারী শক্তির উপর জোর দেয়। আমরা যখন ঈশ্বরের প্রেমে বাস করি, তখন আমাদের হৃদয়ে ভয়ের কোনো স্থান নেই। " প্রেমে ভয় নাই, বরং সিদ্ধ প্রেম ভয়কে বাহির করিয়া দেয়, কেননা ভয় দণ্ডযুক্ত, আর যে ভয় করে, সে প্রেমে সিদ্ধ হয় নাই।..." (১ যোহন ৪:১৮)। ভয় প্রায়ই আমাদেরকে অন্যদেরকে সম্পূর্ণরূপে ভালবাসতে বা বিশ্বাসের সাহসী পদক্ষেপ নিতে বাধা দেয়। যাইহোক, যখন আমরা সত্যিই বুঝতে পারি যে আমরা ঈশ্বরের দ্বারা ভালবাসি, তখন আমাদের নিরাপত্তাহীনতা এবং উদ্বেগ কমে যায়। এই ভালবাসা সেই ভিত্তি হয়ে ওঠে যার উপর আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের ভালবাসি। আমাদের শুধু তাদেরই নয় যাদেরকে ভালোবাসতে সহজ কিন্তু যারা আমাদের চ্যালেঞ্জ করে তাদেরও ভালোবাসতে বলা হয়। এই আমূল, নির্ভীক প্রেম মহান আদেশের কেন্দ্রে রয়েছে। এমন একটি পরিস্থিতির কথা চিন্তা করুন যেখানে ভয় কাউকে অন্যকে সাহায্য করতে বাধা দিতে পারে। সম্ভবত আমরা প্রয়োজনে একজন অপরিচিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছাতে বা যার কোনো কণ্ঠস্বর নেই এমন কারো পক্ষে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করি। কিন্তু আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসার সাথে, আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট এবং ভালবাসার যোগ্য হিসাবে দেখে কাজ করার সাহস পাই।

৪. ঈশ্বর এবং প্রতিবেশীর জন্য আন্তরিক ভালবাসা – (মার্ক ১২:২৮-৩৪)

পরিশেষে, আমরা মার্ক ১২-এ যীশুর নিজের কথায় আসি। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন আদেশ সবচেয়ে বড়, তখন যীশু উত্তর দিয়েছিলেন, " তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে।" । দ্বিতীয়টী এই, "তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।" । এই দুই আজ্ঞা হইতে বড় আর কোন আজ্ঞা নাই।' (মার্ক ১২:৩০-৩১)। যীশু জোর দিয়েছেন যে এই দুটি আদেশ অবিচ্ছেদ্য। ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা সবসময় আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার সাথে থাকে। এই সর্বান্তকরণে ভালবাসা মানে আমাদের আবেগ, বুদ্ধি, ইচ্ছা এবং শক্তির প্রতিটি অংশকে জড়িত করা। এইভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা আমাদের অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে এবং তাদের সেবা করতে বাধ্য করে। যীশু লেখক ভাববাদীকে বলেছেন যে এই ভালবাসা "সমস্ত হোমবলি এবং বলিদানের চেয়ে অনেক বেশি" (মার্ক ১২:৩৩)। এটা একটি ধর্মীয় পালনের কথা নয় বরং ভালোবাসার দ্বারা পরিবর্তিত জীবন। ভালো সমোরিয়ের গল্পটি বিবেচনা করুন, যিনি রাস্তার ধারে একজন আহত ব্যক্তিকে দেখেছিলেন এবং সহানুভূতির সাথে কাজ করতে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি খরচ বা অসুবিধা বিবেচনা করেননি; তিনি কেবল ভালবাসার সাথে সাড়া দিয়েছিলেন। যখন আমরা মহান আজ্ঞা পালন করি, তখন আমরা ভালো সমোরিয়ের মতো হয়ে যাই, প্রেমকে অন্যদের প্রতি আমাদের ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করতে দেয়।

উপসংহার-

মহান আদেশ একটি নিয়ম অনুসরণ করার চেয়ে বেশি এটি ঈশ্বরের সাথে এবং একে অপরের সাথে একটি সম্পর্কের আহ্বান, আমাদের জীবনের প্রতিটি দিক পরিবর্তন করে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের বিশ্বাস সক্রিয়, ন্যায়বিচার, করুণা, নম্রতা এবং নির্ভীক ভালবাসার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এটি আমাদের প্রতিবেশী হিসাবে সমস্ত লোককে দেখতে এবং সহানুভূতি এবং দয়ার সাথে প্রতিক্রিয়া জানাতে আমাদের চ্যালেঞ্জ করে। আসুন আমরা আমাদের সমস্ত হৃদয়, আত্মা, মন এবং শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসতে এবং আমাদের প্রতিবেশীদের নিজেদের মতো ভালবাসতে নিজেকে নতুন করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করি। যখন আমরা করি, তখন আমরা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রেমের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠি, আমাদের কথা, কাজ এবং জীবনের মাধ্যমে সুসমাচারকে জীবিত করি।

প্রার্থনা-

করুণাময় ঈশ্বর, আপনি আমাদের হৃদয়ে ঢেলে দেওয়া ভালবাসার উপহারের জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সমস্ত হৃদয়, আত্মা, মন এবং শক্তি দিয়ে আপনাকে ভালবাসতে শেখান। প্রতিটি ব্যক্তিকে আমাদের প্রতিবেশী, সমবেদনা, দয়া এবং ন্যায়বিচারের যোগ্য হিসেবে দেখতে আমাদের সাহায্য করুন। আপনার ভালবাসা আমাদের মধ্যে সমস্ত ভয় দূর করুক এবং আমরা এই পৃথিবীতে আপনার আলোর প্রতিচ্ছবি হিসাবে বেঁচে থাকুক। প্রভু, মহান আদেশের পথে আমাদের পরিচালনা করুন, যাতে আমরা যাদের সাথে দেখা করি তাদের কাছে আমরা আপনার ভালবাসা আনতে পারি। আমাদের শক্তিশালী করুন, আপনার আত্মা দিয়ে আমাদের পূর্ণ করুন এবং আপনার বিশ্বস্ত দাস হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের প্রেরণ করুন। যীশুর মূল্যবান নামে, আমরা প্রার্থনা করি। আমেন।